বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ঋণ বিতরণ, আদায় এবং ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর ঃ ৩৯/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ঋণ বিতরণ, আদায় এবং ক্রয় কার্যক্রমের উপর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর ঃ ৩৯/২০২১

সূচীপত্র

প্রথম অংশ		
ক্রমিক নম্বর	**বিবরণ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়-১	
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৮
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯
৪.	শব্দ সংক্ষেপ	১১
	অধ্যায়-২	
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৫
৬.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭-৩৪

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী সকল Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৬টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর সচিবকেও অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২৩/২/২০২২ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য ঃ এই রিপোর্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরসমূহের আয়-ব্যয় হিসাব/ফান্ড/ইস্যু এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য ঃ

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র্য ও অসুবিধাগ্রস্থ মানুষের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করার লক্ষ্যে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৯ সালের ৭ই নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশকৃত এবং গৃহীত ২৩ নং আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি স্ব-শাসিত আত্মনির্ভরশীল নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব আয় দ্বারাই এর কার্যক্রম/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদিসহ অন্যান্য ব্যয় মিটানো হয়।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম ঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা
১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১
২	পরিচালক	৫	৫
৩	অতিরিক্ত পরিচালক	৭	৭
৪	যুগ্ম পরিচালক	৯	৯
৫	উপ পরিচালক	২৩	২৩
৬	সিনিয়র সহকারি পরিচালক	১৮৭	১৮৭

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ঃ

১. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ

ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ থেকে গ্রামীণ দরিদ্র্য ও অসুবিধাগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫৫টি জেলায় ৩৬০টি উপজেলায় ৪৩১টি কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রায় ১০.৪০ লক্ষ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহ করে যাচ্ছে। সাধারণভাবে এই ঋণের পরিমাণ ৩০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১.০ লক্ষ (বিশেষ শর্তে ১.০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেয়া যায়), সুদের হার ১২% এবং সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

২. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELF) ঃ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা ব্যাংক ঋণে প্রবেশাধিকার নেই, লক্ষ টাকা বা অধিক ঋণ প্রয়োজন এবং সমিতির সদস্য নয় এমন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার ব্যবসা কার্যক্রম সচল রাখতে এই ঋণ দেয়া হয়, যা এক লক্ষ থেকে আট লক্ষ পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই ঋণের সুদের হার ১২.৫০%। মাসিক কিস্তিতে এক থেকে দুই বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

৩. নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম ঃ

ক্ষুদ্র ঋণের একজন নারী সদস্য ২/৩ দফা ঋণ গ্রহণের পরই ব্যবসায়িক কর্মকান্ড ও উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে উচ্চতর মাত্রায় বিনিয়োগ করতে পারেন সেই সুযোগ সৃষ্টির জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এই ঋণ প্রবর্তন করা হয়েছে। এই ঋণের সার্ভিস চার্জ সেল্প ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণের চেয়ে কম (১২%) এবং মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। সর্বনিম্ন ৫০ হাজার থেকে শুরু করে ১.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করা যায়।

৪. সঞ্চয় কার্যক্রম ঃ

পিডিবিএফ এর সুবিধাভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সাপ্তাহিক, মাসিক ও এককালীন সঞ্চয় স্কীম চালু রয়েছে। সমিতির সুফলভোগী সদস্যরা সাপ্তাহিক সভার দিনে সাধারণ সঞ্চয় জমা করে থাকেন। ঋণ গ্রহণ করতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সাধারণ/সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে হয়। সোনালী সঞ্চয়, লক্ষ টাকা সঞ্চয়, নিরাপত্তা সঞ্চয়, নবজাতক সঞ্চয় ও মেয়াদী সঞ্চয় স্কীমের আওতায় সুফলভোগী ছাড়াও পিডিবিএফ এর সকল স্তরের কর্মীরাও সঞ্চয় জমা করতে পারেন। সদস্যরা এই সকল সঞ্চয় জমা করার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ পুঁজি গঠন করে ঘর-বাড়ী নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিবাহ, লেখাপড়ার খরচ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকেন।

৫. সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম ঃ

সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই হতে পারে না। সামাজিকভাবে সচেতন না হলে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। এসকল বিষয় বিবেচনা করে পিডিবিএফ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে উপকারভোগীদের জন্য নানামূখী কর্মকান্ড পরিচালনা করে। সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ, শিক্ষা, একতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, নেতৃত্ব বিকাশ, আইনগত বিষয়, সমাজ সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় যেমন- নেতৃত্ব বিকাশ, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। বিভিন্ন দিবস পালনের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা হয়, যেমন- আর্ন্তজাতিক নারী দিবস ও পিডিবিএফ দিবস ইত্যাদি। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে একাত্ম হয়ে উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator ঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের প্রধান কর্মকান্ড নির্দেশক (Key Performance Indicator) নিম্নরূপঃ

ক) আয় বৃদ্ধিমূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণে গ্রহণকারী সুফলভোগী।

খ) আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত মহিলা।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ ঃ

পিডিবিএফ এর বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপ-

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর

ক্রঃ নং	বিবরণ	বাজেট	ব্যয়
১.	মোট বেতন-ভাতা ব্যয়	১,৩৫২,০৬৮,৩১১	১,৩৫২,০৬৮,৩১১
২.	মোট ভ্রমণ ব্যয়	৭২,০৪৪,৫৮২	৭২,০৪৪,৫৮২
৩.	মোট অফিস ভাড়া ও বিদ্যুৎ-পানি	২৩,৫৬৮,২২০	২৩,৫৬৮,২২০
৪.	মোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৩,৯৫০,২১৭	৩,৯৫০,২১৭
৫.	মোট অন্যান্য পরিচালণ ব্যয় (সেবা সরবরাহ)	৬৩,১৬৭,৯৬৮	৬৩,১৬৭,৯৬৮
৬.	মোট প্রশিক্ষণ ব্যয়	১২,৮৯৩,২৫৮	১২,৮৯৩,২৫৮
৭.	মোট ফান্ডকষ্ট (কু-ঋণ)	৩৫৯,২০৭,৭৮৩	৩৫৯,২০৭,৭৮৩
	সর্বমোট=	**১৮৮,৬৯,০০,৩৩৯**	**১৮৮,৬৯,০০,৩৩৯**

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর

ক্রঃ নং	বিবরণ	বাজেট	ব্যয়
১.	মোট বেতন-ভাতা ব্যয়	১,৬২১,৭২৩,২৯৩	১,৬২৩,২৬৪,১১৭
২.	মোট ভ্রমণ ব্যয়	৯৫,১৭৭,৭৮৫	৯৫,৩৫৩,৬৯২
৩.	মোট অফিস ভাড়া ও বিদ্যুৎ-পানি	৩১,৬২৬,১৪৫	৩১,৫৯৫,৭০৮
৪.	মোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৫,৮৮২,৭৯৭	৬,০১৬,৮০৬
৫.	মোট অন্যান্য পরিচালণ ব্যয় (সেবা সরবরাহ)	৮৩,২৮৬,২৩৮	৮৯,৭৮৪,৪২৩
৬.	মোট প্রশিক্ষণ ব্যয়	২৭,৩৮৮,১৪১	২৭,৫০২,৯০৪
৭.	মোট ফান্ডকষ্ট (কু-ঋণ)	৫০২,২৭০,৭০১	৫০৩,৪১৭,৭৫৯
	সর্বমোট=	**২৩৬,৭৩,৫৫,১০০**	**২৩৭,৬৯,৩৫,৪০৯**

২০১৯-২০২০ অর্থ বছর

ক্রঃ নং	বিবরণ	বাজেট	ব্যয়
১.	মোট বেতন-ভাতা ব্যয়	১,৭৫৪,০০০,০০০	১,৫৫২,৩৩৮,৯৪৬
২.	মোট ভ্রমন ব্যয়	১১৬,৫০০,০০০	৭৬,২৯৬,৫১৭
৩.	মোট অফিস ভাড়া ও বিদ্যুৎ-পানি	৩৮,৫০০,০০০	২৫,৭৫৬,৬২৬
৪.	মোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৭,০০০,০০০	৩,৬১২,৫৮৪
৫.	মোট অন্যান্য পরিচালন ব্যয় (সেবা সরবরাহ)	৯৬,৪৫০,০০০	৬২,৩১৯,৫৫৪
৬.	মোট প্রশিক্ষণ ব্যয়	৩৫,০০০,০০০	২২,৪৫৪,২৮৬
৭.	মোট ফান্ডকষ্ট (কু-ঋণ)	৬৩০,০০০,০০০	৪৮৬,০১০,৫৫০
	সর্বমোট=	**২৬৭,৭৪,৫০,০০০**	**২২২,৮৭,৮৯,০৬৩**

পিডিবিএফ এর প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণী ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বছর	বাজেট	ব্যয় (৩০/০৬/২০পর্যন্ত)	উদ্বৃত্ত
১.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য চিরির বন্দর ও খানসামা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাস্তায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়ক বাতি স্থাপন। (২৬.৪০০ কোটি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়)	২০১৯-২০২০	২০০.০০	১৯৮.০০	১.৩৪
২.	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য ঐ ছিটমহল এলাকায় সোলার সিষ্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (৩ কোটি অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়)	২০১৮-২০১৯	৩০০.০০	২৯৬.২৫	৩.৭৫
৩.	বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প। (অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়-৩৩০৮.৪২)	২০১৯-২০২০	১২০০.০০	১১৯৩.৯০	৬.১০
	সর্বমোট=		**১৭০০.০০**	**১৬৮৮.১৫**	**১১.১৯**

ঋণ বিতরণকারী প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	অর্থ বছর	বাজেট	ব্যয়
১.	পিডিবিএফ পরিচালিত পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প (অর্থায়নে-পিডিবিএফ)	২০১৭-২০২০	৬৭,৯০.৭২ (১/৭/২০১৭-৩০/৬/২০২০ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)	৬৭,৯০.৭২ (১/৭/২০১৭-৩০/৬/২০২০ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)
২.	প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প। (প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়-১৪০.১২ লক্ষ)	২০১৭-২০২০	৭০,০৬.০০ (১/৭/২০১৭-৩০/৬/২০২০ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)	৪৫,৩১.০৭ (১/৭/২০১৭-৩০/৬/২০২০ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)
৩.	দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।	২০১২-২০১৮	৩৩৪,২৯.২৪ (১/৭/২০১২-৩০/৬/২০১৮ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)	৩৩৪,১০.৯৫ (১/৭/২০১২-৩০/৬/২০১৮ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)
৪.	হাজামজা/পতিত পুকুর পূনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠির পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প।	২০১৬-২০২০	৩৯,৬৭.৪৬ (১/৭/২০১৬-৩০/৬/২০২০ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)	১৯০০.৯৫ (১/৭/২০১৬-৩০/৬/২০২০ পর্যন্ত, ক্রমপুঞ্জিভূত)
	সবমোট=		৫১১,৯৩.৪২	৪৬৬,৩৩.৬৯

অডিটের আইনগত ভিত্তি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি ঃ ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রমের উপর এই নিরীক্ষাকার্য পরিচালিত হয়। এতদ্ব্যতীত Audit Materiality বিবেচনা করে তৎপূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিয়মিত ক্রয়, নিয়োগ, অর্থ আত্মসাৎ ও ঋণ আদায়ের ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষয়কে নিরীক্ষার আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

অডিটের বিষয়বস্তু ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ২০১৭-২০২০ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়, ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট ।

অডিট কৌশল ঃ

- এনটিটির সাংবিধানিক /আইনি ভিত্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সর্ম্পকে ধারণা অর্জন।
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/ ম্যাটেরিয়েলিটি নির্ধারণ।
- ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়ন।
- নিরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- নিরীক্ষার সময়কাল এবং অন্যান্য বিষয়াদির উপর ভিত্তি করে সার্বিক নিরীক্ষা কৌশল নিরীক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অডিট সময়কাল ঃ

কার্যক্রম		কার্য সম্পাদনের সময়
তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	ঃ	আগস্ট/২০২০
নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদন	ঃ	আগস্ট-সেপ্টেম্বর/২০২০
মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা	ঃ	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর/২০২০
চূড়ান্ত এআইআর ইস্যু	ঃ	নভেম্বর/২০২০
সিএজি কার্যালয়ে পান্ডুলিপি প্রেরণ	ঃ	জানুয়ারি/২০২১

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য ঃ

পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত অনুচ্ছেদসমূহের হালনাগাদ অবস্থা ঃ
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-ঢাকা ।

নিরীক্ষা বর্ষ	অনুচ্ছেদের সংখ্যা	জড়িত টাকা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	মীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদ সংখ্যা	অমীমাংসিত অনুচ্ছেদে জড়িত টাকা
২০০৮-১৫	৬ টি	২৯,০২,৯৪,৮৯৭/-	-	-	৬ টি	২৯,০২,৯৪,৮৯৭/-

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়েছে।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে ০২টি অডিট অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি ০২টি সময় বর্ধন সংক্রান্ত। অডিট কোয়ারী উত্থাপনের পর নিরীক্ষিত বিভাগ কর্তৃক সময় বর্ধনের অনুমোদিত কপিসহ জবাব প্রদান করায় আপত্তি ০২টি নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৬টি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৬০৮,০৯,৩৮,২১০ (ছয়শত আট কোটি নয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত দশ) টাকা। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- পিপিআর ও সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা ;
- পিডিবিএফ এর নিজস্ব ও সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা ;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য ;
- প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অর্থ আদায় ও জমাদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম ;
- সরকারি অর্থ আদায় ও জমাদানের বিষয়ে শিথিলতা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায় ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

Abbreviation	Full Words
PDBF	Polli Daridro Bimochon Foundation
PPR	Public Procurement Rules
IDCOL	Infrastructure Development Company Limited
G F R	General Financial Rules
COP	Credit Operation Policy
TR	Test Relife
KABITA	Kajer Binimoy Taka
TEC	Tender Evaluation Committee
ITT	Instruction To Tenderers
PIO	Project Implementation Officer
APP	Annual Procurement Plan

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১	২	৩
১	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ এর ১৬(২) ধারা উপেক্ষা করে লিজিং কোম্পানিতে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ না পাওয়ায় পিডিবিএফ এর আর্থিক ক্ষতি	৪৩,৩৪,৫৬,৪৭৭/-
২	ভুয়া ঋণ বিতরণ এবং আদায়কৃত সঞ্চয় ও ঋণের টাকা ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা না করে আত্মসাৎ করায় পিডিবিএফ এর ক্ষতি	৬,৮৩,৬২,৬৩২/-
৩	দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মকর্তা কর্তৃক আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় না করায় পিডিবিএফ এর ক্ষতি	৪১,১৬,৬০৭/-
৪	মালামাল সরবরাহ গ্রহণ না করেই বিল উত্তোলনের মাধ্যমে ক্ষতি সাধন	৫৬,৭৩,১০০/-
৫	উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত অতিরিক্ত মূল্যে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন	২২,২১,২১,৫৮৯/-
৬	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত সোলার সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে TR/KABITA খাতে বিধিবহির্ভুতভাবে পরিশোধ	২৪,৬৯,৯২,৪০৩/-
৭	পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি	৩১,৪০,২১৩/-
৮	নতুন মালামালের পরিবর্তে পিডিবিএফ-এর পুরানো ও নষ্ট সৌর মালামাল সরবরাহ করে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধন	৭,৭০,০০,০০০/-
৯	নিম্নমানের অকার্যকর ৮৩৭৯টি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি	১৭,২২,০০,৪৯৪/-
১০	পিপিআর ২০০৮-এর বিধি উপেক্ষা করে ৪৫,২০৩টি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়ের মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয়	৮৮,৮৪,৮৬,৩৫৭/-
১১	খেলাপী ঋণ আদায় না হওয়ায় পিডিবিএফ এর ক্ষতি	২১৮,০২,৫৩,০০০/-
১২	বোর্ড অব গভর্ণর্স-এর অনুমোদন ও নিয়োগ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত এবং ফলাফল টেম্পারিং করে চাহিদার অতিরিক্ত ৪২৩ জন মাঠ সংগঠক নিয়োগ করে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন	৪৪,৪০,৩৫,৭৯০/-
১৩	ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপী টাকার অঙ্ক অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পিডিবিএফ এর আর্থিক ক্ষতি	১২১,০০,০০,০০০/-
১৪	উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ও প্রাক্কলন ব্যতীত ক্রয়কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ	২,৭৪,৮৭,০০০/-
১৫	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও ক্রয়নীতি উপেক্ষা করে সোলার সিস্টেম এক সাথে ক্রয় না করে নিজস্ব মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে খন্ড খন্ড ভাবে ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন	৪,২৭,২৭,৭০০/-
১৬	IDCOL এর নির্ধারিত ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি	৫,৪৮,৮৪,৮৪৮/-
	সর্বমোট	**৬০৮,০৯,৩৮,২১০/-**

[কথায়ঃ ছয়শত আট কোটি নয় লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত দশ]

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ এর ১৬(২) ধারা উপেক্ষা করে লিজিং কোম্পানিতে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ না পাওয়ায় পিডিবিএফ এর ৪৩,৩৪,৫৬,৪৭৭ (তেতাল্লিশ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চারশত সাতাত্তর) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ এর ১৬(২) ধারা উপেক্ষা করে পিডিবিএফ এর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক লিজিং কোম্পানিতে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ না পাওয়ায় পিডিবিএফ এর ৪৩,৩৪,৫৬,৪৭৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে পিডিবিএফ এর বিনিয়োগ, ব্যাংক হিসাব ও এতদ্সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং বোর্ডসভার সিদ্ধান্তসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এর তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ এর ১৬(২) ধারা ও বোর্ড অব গভর্ণর্স এর ৬৩ তম সভার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে তফসিলি সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংকের পরিবর্তে ৫টি লিজিং কোম্পানিতে পিডিবিএফ এর ৪৩,৩৪,৫৬,৪৭৭ টাকা স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা করেন (পরিশিষ্ট- ১ ও প্রমাণক)। পরবর্তীতে পিডিবিএফ কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে উক্ত টাকা ফেরৎ আনার জন্য দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও অডিট চলাকালীন সময় পর্যন্ত উহা ফেরৎ আনতে সক্ষম হয়নি। ফলে পিডিবিএফ এর ৪৩,৩৪,৫৬,৪৭৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ এর ১৬(২) ধারার উল্লেখ রয়েছে যে, "ফাউন্ডেশনের তহবিলের সকল অর্থ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে ফাউন্ডেশনের নামে উহার হিসাবে জমা রাখতে হবে"। কিন্তু এক্ষেত্রে তা উপেক্ষা করে ৫টি লিজিং কোম্পানিতে উক্ত টাকা জমা রেখে ফাউন্ডেশনের ক্ষতি করা হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, পিডিবিএফ এর ২১/১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮০ তম বোর্ড সভায় উক্ত অর্থ উত্তোলন সম্ভব না হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ এর ১৬(২) ধারা এবং বোর্ড অব গভর্ণর্স এর ৬৩ তম সভার সিদ্ধান্ত পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে পিডিবিএফ বোর্ড অব গভর্ণর্স এর ৬৩ তম সভার কার্যবিবরণীর বিবিধ অংশে সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মদন মোহন সাহা-কে এককভাবে দায়ী করে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ৫টি প্রতিষ্ঠানের সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত ৪৩,৩৪,৫৬,৪৭৭ টাকা আদায়পূর্বক প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনাম ঃ ভুয়া ঋণ বিতরণ এবং আদায়কৃত সঞ্চয় ও ঋণের টাকা ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা না করে আত্মসাৎ করায় পিডিবিএফ এর ৬,৮৩,৬২,৬৩২ (ছয় কোটি তিরাশি লক্ষ বাষট্রি হাজার ছয়শত বত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভুয়া ঋণ বিতরণ এবং আদায়কৃত সঞ্চয় ও ঋণের টাকা ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা না করে আত্মসাৎ করায় পিডিবিএফ এর ৬,৮৩,৬২,৬৩২ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ঢাকা কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে পিডিবিএফ এর বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে ঋণ বিতরণ, আদায় ও সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়কৃত টাকা আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ভুয়া ঋণের চাহিদাপত্র, নাম, ছবি ও ঠিকানা ব্যবহার করে ঋণের কাগজপত্র তৈরীর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ দেখিয়ে এবং আদায়কৃত কিস্তির ও সদস্যদের সঞ্চয়ের টাকা ফাউন্ডেশনের তহবিলে জমা না দিয়ে আত্মসাৎ করে পিডিবিএফ এর ৬,৮৩,৬২,৬৩২ টাকা ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-২ ও প্রমাণক)। বিষয়টি পিডিবিএফ এর অভ্যন্তরীণ তদন্তেও প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন দপ্তরের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের গভীর মনিটরিং ও সচেতনতার অভাবে উক্ত আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে, যা পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) এর পরিপন্থী।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বর্ণিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে উল্লিখিত বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণকসমূহ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

আপত্তিতে বর্ণিত আত্মসাৎ এর জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ সমভাবে দায়ী। এতে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অকার্যকারীতা প্রমাণিত হয়েছে। এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযুক্তদের নিকট হতে আপত্তিকৃত ৬,৮৩,৬২,৬৩২ টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম ঃ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মকর্তা কর্তৃক আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় না করায় পিডিবিএফ এর ৪১,১৬,৬০৭ (একচল্লিশ লক্ষ ষোল হাজার ছয়শত সাত) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মকর্তা কর্তৃক আত্মসাৎকৃত টাকা আদায় না করায় পিডিবিএফ এর ৪১,১৬,৬০৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে পিডিবিএফ এর প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মদন মোহন সাহার বিরুদ্ধে প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মদন মোহন সাহা, কিশোরগঞ্জ সদরের সহকারী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তা জনাব ছবি রানী রায় কর্তৃক আত্মসাৎকৃত সঞ্চয় ও ঋণের ৩২,০০,০০০ টাকা মওকুফ এবং আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনা জেলাধীন কালিয়া উপজেলায় কর্মরত মাঠ কর্মকর্তা জনাব নিতিশ কুমার সর্দার কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৯,১৬,৬০৭ টাকা আদায় ও তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সর্বমোট (৩২,০০,০০০+৯,১৬,৬০৭)= ৪১,১৬,৬০৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় (পরিশিষ্ট-৩ ও প্রমাণক)। আত্মসাৎকৃত টাকা মওকুফ ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) এর পরিপন্থী।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বর্ণিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে উল্লিখিত বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণকসমূহ প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে জবাব প্রদান করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অভিযুক্তদের নিকট হতে আপত্তিকৃত ৪১,১৬,৬০৭ টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম ঃ মালামাল সরবরাহ-গ্রহণ না করেই বিল পরিশোধের মাধ্যমে ৫৬,৭৩,১০০ (ছাপ্পান্ন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার একশত) টাকা ক্ষতি সাধন।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও ৫৬,৭৩,১০০ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয় নিরীক্ষাকালীন সময়ে সোলার হোম সিস্টেম প্রকল্পের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঠিকাদার মেসার্স লাজুক ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ হতে কোনো মালামাল গ্রহণ না করেই ২টি ক্ষেত্রে মোট (২১,৫৯,৬০০+৩৫,১৩,৫০০)= ৫৬,৭৩,১০০ টাকার বিল পরিশোধ করে পিডিবিএফ এর উক্ত টাকা আত্মসাৎ করা হয়। উল্লেখ্য, পিডিবিএফ এর সৌর শক্তি প্রকল্পের স্মারক নং-১৮০, তারিখ ঃ ০১/০৪/২০১৪, স্মারক নং-২৪৩, তারিখ ঃ ১২/৫/২০১৪ খ্রিঃ ও স্মারক নং-৩৬৫, তারিখ ঃ ১৩/৭/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়ের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স লাজুক ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ কে কার্যাদেশ দেয়া হয়। উক্ত কার্যাদেশের বিপরীতে ঠিকাদার চালান নং-৯১০, ৯১১ ও ৯১২ তারিখঃ ১৭/০৪/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পিডিবিএফ এর সাতক্ষীরা অঞ্চলাধীন শ্যামনগর কালিগঞ্জ এবং আশাশুনি উপজেলায় মালামাল সরবরাহ দেখালেও উক্ত উপজেলাসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তাগণ উল্লিখিত চালানের মাধ্যমে কোনো সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ করা হয়নি মর্মে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। ফলে উক্ত ৩টি চালানের বিপরীতে পরিশোধিত ২১,৫৯,৬০০ টাকা আত্মসাৎ এর মাধ্যমে ক্ষতি সাধন করা হয়।

অপরদিকে বর্ণিত ঠিকাদার কর্তৃক মাত্র ৯,৭৩,৬০০ টাকার মালামাল সরবরাহ করা হলেও বিল নং-B001, তারিখঃ ১১/০৬/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঠিকাদারের ৪৪,৮৭,১০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ মালামাল সরবরাহ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদার মেসার্স লাজুক ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ কে (৪৪,৮৭,১০০-৯,৭৩,৬০০)= ৩৫,১৩,৫০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। ফলে পিডিবিএফ এর মোট (২১,৫৯,৬০০ + ৩৫,১৩,৫০০) = ৫৬,৭৩,১০০ টাকা ক্ষতি সাধন করা হয় (পরিশিষ্ট-৪ ও প্রমাণক)। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৪৭.২৭.১৯৯.১৭.৩৪৯(০৮) এর মাধ্যমে জারিকৃত সোলার প্রকল্পের দুর্নীতি বিষয়ক তদন্ত প্রতিবেদনেও বর্ণিত দুর্নীতির বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে সাবেক প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক আ.আ.ম. আনোয়ারুজ্জামান-কে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) এর পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অভিযুক্তদের নিকট হতে আপত্তিকৃত ৫৬,৭৩,১০০ টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম ঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত অতিরিক্ত মূল্যে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ২২,২১,২১,৫৮৯ (বাইশ কোটি একুশ লক্ষ একুশ হাজার পাচঁশত উননব্বই) টাকা ক্ষতি সাধন।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে সোলার প্রকল্পে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত অতিরিক্ত মূল্যে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করায় পিডিবিএফ এর ২২,২১,২১,৫৮৯ টাকা ক্ষতি হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়ের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ও পিপিআর/২০০৮ এর ৩৬(৩)(খ) বিধি উপেক্ষা করে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত এবং পিপিআর-২০০৮ এ উল্লিখিত কোন পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়াই একক কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ২০-২৫% অতিরিক্ত মূল্যে ১৫৮ টি কার্যাদেশের মূলে ৮৮,৮৪,৮৬,৩৫৭ টাকার সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করে। এতে পিডিবিএফ-এর (৮৮,৮৪,৮৬,৩৫৭×২৫%) = ২২,২১,২১,৫৮৯ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয় (পরিশিষ্ট-৫)। পিপিআর/২০০৮ এর ১৬(ক) অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে, বিধি-৩৬(২) এ উল্লেখ রয়েছে, বিধি ১০ (১)(খ) তে উল্লিখিত উপজেলা বা অন্যান্য পর্যায় ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারপারসন ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হতে পারবে না। বিধি-৬১(১) অনুসারে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র প্রয়োগ করতে হবে। বিধি-৯০ ও পিপিএ-২০০৬ এর ৪০ ধারা মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত মূল্যে অনিয়মিতভাবে উক্ত ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৪৭.২৭.১৯৯.১৭.৩৪৯(০৮) এর মাধ্যমে জারীকৃত সোলার প্রকল্পের দুর্নীতি বিষয়ক তদন্ত প্রতিবেদনেও বর্ণিত বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিপিআর/২০০৮ এর ১০(১)(খ), ১৬(১), ৩৬(২), ৬১(১) ও ৯০ ইত্যাদি বিধি এবং পিপিএ/২০০৬ এর ১১, ১৩, ৪০ ধারাসমূহের লংঘনপূর্বক উক্ত ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ
জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ
আপত্তিতে উল্লিখিত ২২,২১,২১,৫৮৯ টাকা আদায়পূর্বক পিডিবিএফ এর তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম ঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত সোলার সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে TR/KABITA খাতের ২৪,৬৯,৯২,৪০৩ (চব্বিশ কোটি উনসত্তর লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত তিন) টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয় ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রাক্কলন ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করে সোলার সামগ্রী ক্রয় কাজে ২৪,৬৯,৯২,৪০৩ টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে পরিশোধ।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের সোলার সামগ্রী ক্রয়ের নথি ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বর্ণিত ক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান, প্রাক্কলন, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ব্যতীতই এবং একই তারিখে একই কাজের জন্য বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এর শেয়ারে মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে খন্ড খন্ড ভাবে একাধিক কার্যাদেশ প্রদান করে অনিয়মিতভাবে সোলার সামগ্রী ক্রয়ের সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে তিন অর্থ বছরে ২৪,৬৯,৯২,৪০৩ টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয় (পরিশিষ্ট-৬)। পিপিআর/২০০৮ এর ১৬(১) অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে। বিধি-৩৬(২) এ উল্লেখ রয়েছে, বিধি ১০ (১)(খ)-তে উল্লিখিত উপজেলা বা অন্যান্য পর্যায় ব্যতীত কোনো অবস্থাতেই মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারপারসন ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হতে পারবে না। বিধি-৬১(১) অনুসারে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র প্রয়োগ করতে হবে। বিধি-৯০ মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে উক্ত ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন ব্যতীত শুধুমাত্র প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনক্রমে উক্ত ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ক্রয়কালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মদন মোহন সাহা ও জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিপিআর/২০০৮ এর ১০(১)(খ), ১৬(১), ৩৬(২), ৬১(১) এবং ৯০ লংঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ২৪,৬৯,৯২,৪০৩ টাকা আদায়পূর্বক পিডিবিএফ এর তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম ঃ পিডিবিএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক ৩১,৪০,২১৩ (একত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার দুইশত তেরো) টাকা আত্মসাতের মাধ্যমে সরকার এর আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, সাবেক যুগ্ম পরিচালক জনাব শিপ্রা চক্রবর্তী কর্তৃক ৩১,৪০,২১৩ টাকা আত্মসাতের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে সাবেক যুগ্ম পরিচালক জনাব শিপ্রা চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাঠ সংগঠক জনাব অনুপ কুমার দাস, জনাব খায়রুল আলম খান, প্রমোদ রঞ্জন দে সরকার, আলোক নাথ দাস ও পিডিবিএফ-এর উপজেলা হিসাব কর্মকর্তা জনাব জিতেন্দ্র নাথ রায় এর সহিত যোগসাজসে ৩১,৪০,২১৩ টাকা আত্মসাৎ এর মাধ্যমে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন করে (পরিশিষ্ট -৭ ও প্রমাণক)।

পিডিবিএফ প্রবিধাণমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ) উল্লেখ রয়েছে যে, ফাউন্ডেশনের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কাজে কেহ নিজকে জড়িত করবেন না। ৪৮(২)(ঠ) এ উল্লেখ রয়েছে যে, ফাউন্ডেশন অথবা উহার সুবিধাভোগীদের সম্পদ চুরি, জালিয়াতি বা আত্মসাৎ এর কাজে অংশগ্রহণ করবেন না। ৪৮(২)(৩) তে উল্লেখ রয়েছে যে, অনৈতিক বা অপেশাদারী মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন না। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত প্রবিধানমালা উপেক্ষা করে মাঠ সংগঠক জনাব অনুপ কুমার দাস কর্তৃক ৬,৫৭,৬২৭ টাকা, ঠাকুরগাঁও এর বোদা উপজেলার হিসাব কর্মকর্তা পিডিবিএফ, জনাব জিতেন্দ্র নাথ রায় কর্তৃক ১,৩৫,৯০৫ টাকা, জনাব আলোক নাথ দাস কর্তৃক ৯,৬২,১০৪ টাকা, জনাব প্রমোদ রঞ্জন দে সরকার কর্তৃক ১,০৭,৩৯৫ টাকা এবং মাঠ সংগঠক জনাব খায়রুল আলম খান কর্তৃক ১২,৭৭,১৮২ টাকাসহ সর্বমোট (১২,৭৭,১৮২+৬,৫৭,৬২৭+১,৩৫,৯০৫+৯,৬২,১০৪ + ১,০৭,৩৯৫) = ৩১,৪০,২১৩ টাকা আত্মসাৎ করা সত্ত্বেও জনাব শিপ্রা চক্রবর্তী তাদের বিরুদ্ধে পিডিবিএফ এর বিধিমালা অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে আনুকূল্য প্রদর্শন করায় প্রতীয়মান হয় যে, পারস্পরিক যোগসাজসের মাধ্যমে উক্ত টাকা আত্মসাৎ করে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন করা হয়। যা পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) এর পরিপন্থী।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

নথি পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে পরবর্তীতে অডিটকে অবহিত করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযুক্তদের নিকট হতে আপত্তিকৃত ৩১,৪০,২১৩ টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম ঃ নতুন মালামালের পরিবর্তে পিডিবিএফ-এর পুরানো ও নষ্ট সোলার প্যানেলের মালামাল সরবরাহ করে প্রকল্পের ৭,৭০,০০,০০০ (সাত কোটি সত্তর লক্ষ) টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয় কর্তৃক ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নতুন মালামালের পরিবর্তে পিডিবিএফ-এর পুরানো ও নষ্ট সোলার প্যানেলের মালামাল সরবরাহ করে TR/KABITA প্রকল্পের ৭,৭০,০০,০০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে পিডিবিএফ এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মদন মোহন সাহা এর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মদন মোহন সাহা এবং অতিরিক্ত পরিচালক জনাব সহিদ হোসেন সেলিম কর্তৃক প্রকল্পে নতুন মালামাল সরবরাহ না করে পিডিবিএফ-এর পুরানো ও নষ্ট সৌর মালামাল সরবরাহ করে সৌর প্রকল্পের ৭,৭০,০০,০০০ টাকা উত্তোলনপূর্বক অতিরিক্ত পরিচালক জনাব সহিদ হোসেন সেলিম এবং তার ভাগিনার ব্যাংক হিসাবে (ইস্টার্ণ ব্যাংক মিরপুর-১১ শাখা) জমা করে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন করা হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিডিবিএফ প্রবিধানমালা-৩/২০১১ এর ৪৮(২)(খ)(ঠ)(ত) পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের বরাবরে জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে সচিব মহোদয়ের বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এর বরাবরে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযুক্তদের নিকট হতে আপত্তিকৃত ৭,৭০,০০,০০০ টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনাম ঃ নিম্নমানের ও অকার্যকর ৮৩৭৯টি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ১৭,২২,০০,৪৯৪ (সতেরো কোটি বাইশ লক্ষ চারশত চুরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, চাহিদাপত্র ব্যতীত নিম্নমানের, অনুপযোগী ও অকার্যকর ৮৩৭৯টি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ১৭,২২,০০,৪৯৪ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয় নিরীক্ষাকালীন সময়ে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়ের প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৪৭.২৭.১৯৯.১৭-৩৪৯(০৮), তারিখঃ ২৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ এর তদন্ত প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নমানের, অনুপযোগী ও অকার্যকর ৮৩৭৯টি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করা হয় যার মূল্য ১৮,১২,৬৩,৬৭৮ টাকা। উক্ত ক্রয় ও মজুদকৃত ৮৩৭৯টি সোলার সিস্টেমের মধ্যে ৯৫% অকার্যকর হওয়ায় পিডিবিএফ এর আর্থিক ক্ষতি হয় (১৮,১২,৬৩,৬৭৮×৯৫%)= ১৭,২২,০০,৪৯৪ টাকা (পরিশিষ্ট-৮), যা জিএফআর-১০ এর পরিপন্থি। এখানে উল্লেখ্য যে, নিম্নমানের ব্যাটারি, অনুপযোগী ও অকার্যকর সোলার সিস্টেম ক্রয় করার কারণে উহা অবিক্রিত অবস্থায় বিভিন্ন উপজেলায় পড়ে রয়েছে যা বর্ণিত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

জিএফআর-১০ এর পরিপালন না করা এবং নিম্নমানের ও অকার্যকর সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত ১৭,২২,০০,৪৯৪ টাকা আদায়পূর্বক পিডিবিএফ এর তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি উপেক্ষা করে ৪৫,২০৩টি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়ের মাধ্যমে ৮৮,৮৪,৮৬,৩৫৭ (আটাশি কোটি চুরাশি লক্ষ ছিয়াশি হাজার তিনশত সাতান্ন) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮,২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি উপেক্ষা করে ৪৫,২০৩টি সোলার হোম সিস্টেম ক্রয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ এর ৮৮,৮৪,৮৬,৩৫৭ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে সোলার সিস্টেম ক্রয়ের নথি ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে, উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ব্যতীত একক কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে ১৫৭টি কার্যাদেশের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ৮৮,৮৪,৮৬,৩৫৭ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয় (পরিশিষ্ট-৯)। পিপিআর/২০০৮ এর ১৬(১) অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে। বিধি-৩৬(২) এ উল্লেখ রয়েছে যে, বিধি ১০ (১)(খ)-তে উল্লিখিত উপজেলা বা অন্যান্য পর্যায় ব্যতীত, কোনো অবস্থাতেই মূল্যায়ন কমিটির চেয়ারপারসন ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ একই ব্যক্তি হতে পারবে না। বিধি-৬১(১) অনুসারে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা, কার্য বা ভৌত সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র প্রয়োগ করতে হবে। বিধি-৯০ ও পিপিএ-২০০৬ এর ৪০ ধারা মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ উপেক্ষা করে অনিয়মিতভাবে উক্ত ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০. ০৪৭.২৭.১৯৯.১৭.৩৪৯(০৮) এর মাধ্যমে জারীকৃত সোলার প্রকল্পের দুর্নীতি বিষয়ক তদন্ত প্রতিবেদনেও বর্ণিত বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব আ.আ.ম আনোয়ারুজ্জামান, ব্যবস্থাপক জনাব বিবেকানান্দ ঘটক, চুক্তিভিত্তিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিপিআর/২০০৮ এর ১০(১)(খ), ১৬(১), ৩৬(২), ৬১(১) এবং পিপিএ/২০০৬ এর ৪০ ধারার লংঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ৮৮,৮৪,৮৬,৩৫৭ টাকার অনিয়মিতব্যয় নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ খেলাপী ঋণ আদায় না হওয়ায় পিডিবিএফ এর ২১৮,০২,৫৩,০০০ (দুইশত আঠারো কোটি দুই লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে খেলাপী ঋণ আদায় না করায় পিডিবিএফ এর ২১৮,০২,৫৩,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে ঋণ বিতরণ, আদায় এর রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন কর্তৃক যথাসময়ে ৩,৭৪,৬০৯ জন ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে ঋণের টাকা আদায় না করায় বা অনাদায়ী থাকায় পিডিবিএফ এর ২১৮,০২,৫৩,০০০ টাকা ক্ষতি হয় (পরিশিষ্ট-১০)।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের ঋণ পরিচালন নীতিমালা (COP), ২০০১ এর অনুচ্ছেদ ৮.১-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফাউন্ডেশন কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণ ৪৯টি সাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় করতে হবে। উক্ত নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে যে, সাপ্তাহিক কিস্তি নির্ধারিত হবে ঋণের টাকা ও তার উপর ধার্য্যকৃত সুদের সমন্বয়ে। কিন্তু, উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালন না করায় বিশাল অংকের ঋণ খেলাপী সৃষ্টি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

ঋণ পরিচালন নীতিমালা, ২০০১ এর ৮.১ বিধান পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

সেলফ, নারী উদ্যোক্তা এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতি ক্ষেত্রে আদায়ের হার ৯৯%। তাছাড়া করোনাজনিত কারণে এপ্রিল/২০২০ খ্রিঃ হতে জুন/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত ০৩ মাস ঋণী সদস্যদের নিকট থেকে কোনো ঋণ আদায় না হওয়ার কারণে বড় অংকের খেলাপী বৃদ্ধি পেয়েছে ।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ঋণ আদায়ের হার ৯৯% বলা হলেও এর বাস্তবচিত্র ভিন্ন। দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত বকেয়া চলমান। কাজেই করোনার অজুহাতে ঋণ আদায়ের ব্যর্থতা আড়াল করার সুযোগ নেই বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ২১৮,০২,৫৩,০০০ টাকা আদায়পূর্বক পিডিবিএফ এর তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম ঃ বোর্ড অব গভর্ণর্স-এর অনুমোদন ও নিয়োগ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত এবং ফলাফল টেম্পারিং করে চাহিদার অতিরিক্ত ৪২৩ জন মাঠ সংগঠক নিয়োগ করে পিডিবিএফ ৪৪,৪০,৩৫,৭৯০ (চুয়াল্লিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশত নব্বই) টাকা ক্ষতি সাধন।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পিডিবিএফ এর বোর্ড অব গভর্ণর্স- এর অনুমোদন ও নিয়োগ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত এবং ফলাফল টেম্পারিং করে চাহিদার অতিরিক্ত ৪২৩ জন মাঠ সংগঠক নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানের ৪৪,৪০,৩৫,৭৯০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে নিয়োগ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র ও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ০৫/০৬/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বোর্ড অব গভর্ণর্স এর অনুমোদন ও নিয়োগ কমিটির সুপারিশ ব্যতীত নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল টেম্পারিং করে মোট ৭২৭ জন মাঠ সংগঠক নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে চাহিদাকৃত ৩০৪ টি মাঠ সংগঠক পদের বিপরীতে অতিরিক্ত ৪২৩ জন মাঠ সংগঠক নিয়োগ করা হয় (পরিশিষ্ট-১১)। এর মধ্যে নিয়োগ কমিটির সদস্য সচিব জনাব মোঃ শফিউল ইসলাম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম পরিচালক ২৪ জন প্রার্থীর নম্বর টেম্পারিং করেন। ফলে উক্ত ৪২৩ জন মাঠ সংগঠকের বেতন-ভাতাদি বাবদ ১০,২০০ টাকার স্কেলে জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে মোট ৪৪,৪০,৩৫,৭৯০ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে পিডিবিএফ এর ক্ষতি সাধন করা হয়। উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় "নিয়োগ কমিটি" প্রার্থীদের মেধা তালিকা অনুসারে ৪৬৯ জন প্রার্থীর নাম ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হলেও কর্তৃপক্ষ উহা উপেক্ষা করে ৭২৭ জনকে নিয়োগ প্রদান করে। অর্থাৎ (৭২৭-৪৬৯)=২৫৮ জন মাঠ সংগঠক নিয়োগের জন্য নিয়োগ কমিটির কোনো সুপারিশ ছিলনা। উল্লেখ্য যে, Waiting list হতে নিয়োগের জন্য কোনো Waiting list ও করা হয়নি। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফলাফল টেম্পারিং করে সুপারিশ বহির্ভূত ২৫৮ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। সামগ্রিক দিক বিবেচনায় দেখা যায়, অনিয়মিতভাবে সর্বমোট ৭২৭ জন মাঠ সংগঠককে নিয়োগ করে জুন/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত বেতন-ভাতাদি বাবদ পিডিবিএফ এর ৭৬,৩১,৫৩,৭১০ টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বিগত ১২/৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭১তম বোর্ড সভায় উক্ত অবৈধ নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৯ এর ৬ ও কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা/২০১১ এর ৭ নং ধারার লংঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

উল্লিখিত বিষয়ে তদন্ত হয়েছে । তদন্তনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃ ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপীর পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পিডিবিএফ এর ১২১,০০,০০,০০০ (একশত একুশ কোটি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপীর পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পিডিবিএফ এর **১২১,০০,০০,০০০** কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপীর পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মাত্র ২ বছরেই পিডিবিএফ এর ১২১,০০,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য যে, পিডিবিএফ এর সৃষ্টিকাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে সর্বমোট বকেয়া ছিল ১০৯.১০ কোটি ও খেলাপী ৮৩.৮৫ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপী ছিল ২৪ কোটি টাকা। যা ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে যথাক্রমে ১৬৩.১৯ কোটি, ১২৪.০০ কোটি ও ৫০.০০ কোটি টাকায়। অর্থাৎ মাত্র দুই বছরে ক্ষুদ্র ঋণে বকেয়া ও Overdue বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ৫৪ কোটি ও ৪১ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খেলাপী বৃদ্ধি পেয়েছে ২৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ উভয় ঋণের ক্ষেত্রে (ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ) বকেয়া ও খেলাপী মাত্র ২ বছরে ১২১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। ফলে পিডিবিএফ এর উক্ত টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। ঋণ পরিচালন নীতিমালা (COP) ২০০১ এর ৮.১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, ফাউন্ডেশনের দেয়া ঋণ ৫৯টি সাপ্তাহিক কিস্তিতে আদায় করতে হবে কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করায় খেলাপী ঋণের টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঋণ খেলাপীর জন্য বোর্ডের ৭৪ তম সভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

অনিয়মের কারণ ঃ

ঋণ পরিচালন নীতিমালা (COP) ২০০১ এর ৮.১ বিধান পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদান হতে বিরত থাকে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ১২১,০০,০০,০০০ টাকা আদায়পূর্বক পিডিবিএফ এর তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ উন্মুক্ত দরপত্র আহবান ও প্রাক্কলন ব্যতীত ক্রয়কার্য সম্পাদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ২,৭৪,৮৭,০০০ (দুই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ সাতাশি হাজার) টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ে ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান, প্রাক্কলন প্রণয়ন, পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও এপিপি প্রণয়ন ব্যতীত নির্ধারিত কয়েকজন ঠিকাদারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ২,৭৪,৮৭,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে "হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠির পাট পঁচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক প্রকল্প ও পিডিবিএফ এর ক্রয় কার্যক্রমের নথি ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, প্রকল্প পরিচালক ও পিডিবিএফ কার্যালয় কর্তৃক পিপিআর/২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান উপেক্ষা করে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান, প্রাক্কলন প্রণয়ন ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ব্যতীত ক্রয়কার্য সম্পাদন করে অনিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদারকে ২,৭৪,৮৭,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয় (পরিশিষ্ট-১২) ।

পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-১৬(১) এ উল্লেখ রয়েছে যে, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক, বিধি-১৭(১) অনুযায়ী ক্রয়কারী উহার ক্রয়-পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়ে কোন নির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা পরিহারের উদ্দেশ্যে, সাধারণতঃ একটি প্রকল্প বা কর্মসূচীর কোন অংশ নিম্নতর মূল্যমানের একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা যাবে না। বিধি-৬১(১) অনুসারে অন্য পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হলে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। বিধি-৯০ এ ক্রয় কাজের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উহা উপেক্ষা করে উক্ত ক্রয়কার্য সম্পন্ন দেখিয়ে অনিমিতভাবে ২,৭৪,৮৭,০০০ টাকা পরিশোধ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, পিডিবিএফ এর ক্রয় নীতিমালা/২০০৬ এর বিধি ১.৩.৫ এ উল্লেখ রয়েছে যে, সরকারি তহবিল দ্বারা ক্রয় কার্যের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ উপেক্ষা করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিপিআর/২০০৮ এর ১৬(১),১৭(১),৬১ ও ৯০ বিধি উপেক্ষা করে উক্ত ক্রয়কার্য সম্পাদন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

● ২০১৭-২০২০ অর্থ বছরে পিডিবিএফ এর ক্রয় নীতিমালা/২০০৬ এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পিপিআর/২০০৮ যথাযথ অসুসরণপূর্বক ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

● বর্ণিত প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর অনুযায়ী যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। তথাপিও নথিপত্র যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ জবাব পরবর্তীতে উপস্থাপন করা হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে পিপিআর/২০০৮ যথাযথ অনুসরণের কথা বলা হলেও পূর্বে কেনো অনুসরণ করা হয়নি সে বিষয়ে জবাবে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। যেহেতু প্রকল্পটি সরকারি অর্থে পরিচালিত সেহেতু এক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ২,৭৪,৮৭,০০০ টাকা আদায়পূর্বক পিডিবিএফ এর তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

শিরোনাম ঃ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও পিপিআর-২০০৮ উপেক্ষা করে সোলার সিস্টেম এক সাথে ক্রয় না করে নিজস্ব মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে খন্ড খন্ড ভাবে ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ৪,২৭,২৭,৭০০ (চার কোটি সাতাশ লক্ষ সাতাশ হাজার সাতশত) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয় কর্তৃক ২০১৭-২০৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত রেইট সিডিউল ও পিপিআর-২০০৮ উপেক্ষা করে সোলার সিস্টেম এক সাথে ক্রয় না করে নিজস্ব মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে খন্ড খন্ড ভাবে ক্রয় করে পিডিবিএফ এর ৪,২৭,২৭,৭০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কার্যালয়ের ঋণ বিতরণ, আদায় ও ক্রয় কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে সোলার সিস্টেম ক্রয়ের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান একটি পূর্নাঙ্গ সোলার সিস্টেমের সকল অংশ এক সাথে ক্রয় না করে আলাদা আলাদাভাবে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আমিনুল ইসলাম এর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন Sunurgy Technologies Ltd. হতে খন্ড খন্ড ভাবে এক জন ঠিকাদার হতে ক্রয় দেখিয়ে পিডিবিএফ এর ৪,২৭,২৭,৭০০ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয় (পরিশিষ্ট ১৩)। এখানে উল্লেখ্য যে, পিডিবিএফ এর ক্রয় নীতিমালা/২০০৬ এর ১.৩.৫ ধারা মোতাবেক সরকারি অর্থে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। অথচ উক্ত ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পিপিআর/২০০৮-এর নিম্নলিখিত ধারা উপেক্ষা করা হয় :

(ক) পিপিআর/২০০৮ এর বিধি ৯০ মোতাবেক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করে এবং বিধি ৩৬(১)(২) মোতাবেক দরপত্র অনুমোদন ব্যতীত কার্যাদেশ প্রদান;

(খ) পিপিআর/২০০৮ এর ৯(১) বিধি মোতাবেক সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই TEC গঠন করতে হবে এবং TEC এর সুপারিশের আলোকে নির্বাচিত ঠিকাদারকে NOA দিতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উহা যথাযথ ভাবে অনুসরণ না করা;

(গ) পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-৬১(১) উল্লেখ রয়েছে যে, অন্য পদ্ধতির ব্যবহার অধিকতর যুক্তিযুক্ত না হলে অগ্রে বিবেচ্য পদ্ধতি হিসাবে উন্মুক্ত দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) পিপিআর/২০০৮ এর বিধি-১৬(১) ও ১৭ উপেক্ষা করে APP অনুমোদন ব্যতীত ও খন্ড খন্ড ভাবে কার্যাদেশ প্রদান;

(ঙ) Tender Document এর Tender Data Sheet, (Section-2) ITT CLAUSE 9.1(a) (b) ও 10(1) এর পরিপন্থিভাবে প্রায় প্রতিটি কাজে বা লটে ৩/৪ জন ঠিকাদারের অংশগ্রহণ দেখালেও মাত্র এক জন ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান;

অনিয়মের কারণ ঃ

পিপিআর/২০০৮ এর ৯(১), ১৬(১), ১৭, ৩৬(১), ৬১(২) ও ৯০ এর লংঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক অভিযুক্তদের নিকট হতে আপত্তিকৃত ৪,২৭,২৭,৭০০ টাকা আদায় করে প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম ঃ IDCOL এর নির্ধারিত ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানের ৫,৪৮,৮৪,৮৪৮ (পাঁচ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত আটচল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশের প্রাক্তন ছিটমহল এলাকায় সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন প্রকল্প ও পিডিবিএফ সৌরশক্তি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ক্রয়কৃত সোলার হোম সিস্টেম IDCOL এর নির্ধারিত ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করায় সরকারের ৫,৪৮,৮৪,৮৪৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাক্তন ছিটমহল এলাকায় সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত নথি, বিল ভাউচার পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, IDCOL কর্তৃক নির্ধারিত ৫টি লাইট ও ১টি ফ্যানসহ একটি সোলার হোম সিস্টেমের একক মূল্য ১৭,৯৩৬ টাকা হলেও ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়কৃত সোলার হোম সিস্টেমের একক মূল্য মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ৩৯,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-৭৬ এর উপবিধি ১ এর (গ) তে উল্লেখ রয়েছে যে, যে সকল পণ্য কোন একক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয় সেই পণ্যগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে। পিপিআর/২০০৮-এর বিধি ৭৬(১)(ঘ) মোতাবেক ডিপিএম পদ্ধতিতে ক্রয়ের সময়ে বলবৎ যুক্তিসঙ্গত বাজার মূল্যে পঁচনশীল পণ্য ক্রয় করার শর্ত রয়েছে। আপত্তিতে উল্লিখিত পণ্যগুলো পঁচনশীল নহে এবং একাধিক ডিলার বা উৎপাদনকারী কর্তৃক বিক্রয় করা হয়। তাসত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সংস্থা বর্ণিত নির্দেশাবলী উপেক্ষা করে বাজারদর যাচাই ব্যতিরেকেই ডিপিএম পদ্ধতিতে অর্থাৎ একজন মাত্র ঠিকাদারের নিকট থেকে অতিরিক্ত মূল্যে সোলার হোম সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, IDCOL এর নির্ধারিত ক্রয়মূল্য (১৭,৯৩৬ টাকা) পার্টনার অর্গানাইজেশন এর জন্য প্রযোজ্য এবং বিক্রয়মূল্য (৩৯,৫০০ টাকা) PIO (উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা) অফিসের জন্য প্রযোজ্য। পিডিবিএফ, IDCOL এর পার্টনার অর্গানাইজেশন বিধায় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে IDCOL নির্ধারিত ক্রয়মূল্য অনুসরণ করতে হবে কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করে IDCOL বিক্রয়মূল্য অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের উল্লিখিত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে (পরিশিষ্ট- ১৪)।

অনিয়মের কারণ ঃ

পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৬(১)(গ)(ঘ) এর লংঘন।

- IDCOL এর নির্ধারিত রেফারেন্স ক্রয়মূল্য উপেক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অনুমোদিত ডিপিপি (DPP) অনুযায়ী চুক্তিমূল্য নির্ধারণপূর্বক ঠিকাদার নির্বাচন করে যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। আপত্তিটি গুরুতর অনিয়ম হিসাবে বিবেচিত হওয়ায় চূড়ান্ত AIR এ অন্তর্ভুক্ত করে বিগত ২৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় ও ০১/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সচিব মহোদয় বরাবর প্রথম তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ২২/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

IDCOL নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয়ের কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

আপত্তিতে উল্লিখিত আর্থিক ক্ষতির ৫,৪৮,৮৪,৮৪৮ টাকা আদায়পূর্বক পিডিবিএফ তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

তারিখ ঃ ১০/০২/২০২২ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর

বিকাশ চন্দ্র মিত্র
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

বাঃসঃমুঃ-২০২১-২২/২১১৬এ (৩)৬৬৫বই, ২০২১ খ্রিঃ